মায়াবী রোদ্দুর

পার্থসারথি গায়েন

পরিবেশক

প্রভা প্রকাশনী

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

১/কে, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

সূচীপত্র

সুখ চাবির খোঁজে	৯
আলো-আঁধার	১১
জবান বন্দী	১৩
কার্বাইড শিশু	১৫
আলোর ঠিকানা	১৭
ডানকেও না বামকেও না	২১
মেঘের সাথে আড়ি	২২
মূল বাহাদুর	২৪
তেমন করে বলতে পারলে	২৫
দিলদারের মা	২৭
যাদৃসী ভাবনা যস্য—	৩০
দোলাচল	৩১
রাজরোগ	৩২
আমি উর্ম্মিলা—	৩৪
মুখের বদলে	৩৭
বদলী—	৩৯
হায় সোনালী দিন	৪১
বেহিসেবী	৪২
হারজিৎ	৪৩
অন্তত একবার	৪৪
হাভাতে	৪৫
ভরাফুলের বনে বুনো ষাঁড়	৪৭
বন্ধুগণ	৫০
প্রেম ঘটিত	৫২
উত্তর পুরুষের ভবিষ্যত	৫৪
ভৈরবী	৫৬
অন্য নজরুল	৫৭
সুখ সমাচার	৬১
সভ্যতার সামনে পিছনে	৬২
ভুল ভুলাইয়া	৬৪
অবাধ্য হৃদয়	৬৬
ইছামতী	৬৭
প্রেম	৭১

সুখ চাবির খোঁজে

কাঁটা তার টপকে
সেই যে আছড়ে পড়লো,
তারপর কেবল ঠাঁই নাড়ার গপ্প;
ঠাঁই নাড়া হতে হতে
অবশেষে ঠাঁই মিলল
এক পাহাড়ের নাবালে।
রুক্ষ মাটি, ধূ ধূ প্রান্তর
মাথার ওপর জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড।
তাই সই,
নিত্যি অপমানের থেকে
এ বিলি ব্যবস্থা মন্দ কি,
তবু তো নিজের বলতে
এক চিলতে ঘর
এক মুঠো মাটি মিলল,
হোক পতিত।

সকাল হবার আগে
চাষী বেরিয়ে পড়ে কোদাল হাতে,
মাটির আড় ভাঙে আঘাতে আঘাতে।
তারপর? তারপর অনাদি কালের
সৃষ্টি রহস্যে এক নিগূঢ় কাহিনী!
অহল্যার চিমটে ওঠা শরীরের
পাক দণ্ডী বেয়ে ঢুকে পড়ে চোরা বাতাস,
অনাঘ্রাতা অহল্যা ঋতুমতী হয়,
গর্ভে ধারণ করে বীজভ্রূণ।
সময় সুসার হলে
বন্ধ্যার বুক জুড়ে
নৃত্য করে সবুজ দামালেরা।

সুখের ফুটফুটে জ্যোৎস্নায়
ভরে ওঠে চাষীর ঘর গেরস্থালী।

সুখের চৈতী হাওয়ায় দুলতে দুলতে
চাষী বৌ এর হাঁপ ধরে,
সমৃদ্ধির চাঁদ কামনা করে
পীরের দরগায় হত্যে দেয়
পীর মুচকি হেসে বলে,
'বেশ তাই হবে'

দেখতে দেখতে অনাবশ্যক ধনে
ভরে ওঠে পূবের জানালা
দখিনের বারান্দা
মজুর হুজুর হলে,
ছুড়ে ফেলে দেয় শ্রম অলংকার।
সস্তা ডুরে শাড়ী নয়
এখন গায়ে খসখস করে জরীর জামদানি,
নোনা ঘাম ঝরানো পেশী
ঢাকা পড়ে পেলব চর্ব্বির ছাউনিতে।

হায়, দুধ সাদা বিছানায়
মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে, উঠে,
ঘুম কাতুরে মানুষ দুটো
ঢক ঢক করে বরফ জল খায়।
রাত আরো নিবিড় হলে
গোপন অন্ধকার ঠেলে ঠেলে
হামাগুড়ি দিয়ে হন্যে হয়ে খোঁজে
পুরানো সেই সুখ চাবিটা।

আলো আঁধার

আমের বনে মুকুল এল
গুঞ্জরিল অলি;
বধূর সাথে বিধুর মিলন
হাজার কথাকলি।
তোমার সাথে দেখা হল
দারুন ফাগুন মাস;
চোখ এড়িয়ে চোখের দেখা
মিটলনাতো আশা।

ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি এল
মেঘের গুরু গুরু;
ভালবাসার লাল শপথে
নূতন জীবন শুরু।
মধুর সুরে গাইল পাখী
কাননে ফুল ফুটলো;
পূবের আকাশ রাঙিয়ে রঙে
সূর্য্যি ঠাকুর উঠল।

ভৈরবীতে লাগলো যে সুর
আকাশ ভরল আনন্দে ;
বাজল বেনু, বাজল বীণা
মন্দ মধুর ছন্দে।
সহসা বাতাস বন্ধ হল
আধার হল দিগন্ত;
চোখের জলে ভিজল দু'চোখ
রোদন ভরা বসন্ত।

নূতন করে নারী এল
তোমার জীবন পুরে,

তুমি আমি এক বিছানায়
লক্ষ যোজন দূরে।
ক্লান্ত আমি শ্রান্ত আমি
বুকে রক্ত নদী ;
পাষাণ হয়ে মেনে নিতেম
বিদায় নিতে যদি।

আমিও যদি বন্ধু খুঁজি?
নূতন করে বাঁচি ;
সমাজে কি লাগবে আগুন?
হব কি অশুচি?

জবান বন্দী

মহামাণ্য ধর্মাধিপতি, মাননীয় বিচারকমণ্ডলী,
আমি বিচারপ্রার্থী ঃ—
আমার জবানবন্দী লেখা হোক—
নাম রত্নগর্ভা, বয়স আশি,
পেশা ভিক্ষাবৃত্তি,
ফরিয়াদী আমার একমাত্র পুত্র
ডঃ বিলাস রায় চৌধুরী
এবং
একবিংশ শতাব্দীর সুসভ্য ভারতীয় সমাজ।

আমি বাল বিধবা,
আমার সমস্ত জীবন যৌবন ক্ষয় করে
যে প্রদীপের শিখা জ্বালিয়েছি
আজ তার জ্বলন্ত আগুনে
ঝলসে উঠছে আমার লোমচর্ম দেহ।

যে সন্তানের মস্তিষ্ক কোষের বৃদ্ধির জন্য
আমার বুকের রক্ত দিয়ে
তার মুখে দুধ, দেহে পুষ্টি জুগিয়েছি,
সে আজ হীন ষড়যন্ত্র করে
আমাকে বিকৃত মস্তিষ্ক ঘোষণা করেছে;
আমার বাঁচার ঠিকানা কেড়ে নিয়ে
নির্মিত হচ্ছে তার সুরম্য স্বপ্নসৌধ।

যে অসহায় রিক্ত ভ্রূণ
গভীর গোপনে ধীরে ধীরে পুষ্ট হয়েছে
আমারি লোহিত কণিকায় ;
সে আজ আমাকে রক্তাক্ত করেছে
প্রকাশ্য সূর্য্যালোকে।

সুদীর্ঘ দশমাস দশদিন ধরে
যার তরে প্রতি পলে, প্রতি দণ্ডে
সয়েছি কী দুঃসহ ব্যথা, কী নিদারুণ যন্ত্রণা
আজ তার কাছে আমি দুঃসহ বোঝা।

প্রভাতের অরুণ আলোর কোমল স্পর্শে
যখন উদ্ভাসিত হয়েছে আসমুদ্র হিমাচল,
মন্দিরে মসজিদে ধ্বনিত হয়েছে ঈশ্বরের স্তবগান—
তখন আমি সুললিত ছন্দে যার কানে কানে
শুনিয়েছি অমৃতময় বেদমন্ত্র—
'তত্ত্বমসি নিরঞ্জন, তত্ত্বমসি নিরঞ্জন,
তত্ত্বমসি নিরঞ্জন।'
লোভের গোপন সুড়ঙ্গে নেমে
সে আজ জ্বালিয়েছে লালসার লেলিহান দাবানল
দাউ দাউ করে জ্বলছে সে আগুন ;
আগুনের সেই অত্যুঙ্গ স্ফুলিঙ্গে ঝলসে
স্নেহ মায়া প্রেম
উচ্চৈস্বরে আর্তনাদ করছে—
'ত্রাহিমাং....ত্রাহিমাং....ত্রাহিমাং'....।

হে ধর্মাধিপতি,
আমার প্রার্থনা—
হয় রাষ্ট্র সমস্ত বৃদ্ধ বৃদ্ধার দায়িত্ব নিক
নতুবা—নতুবা স্বেচ্ছা মৃত্যু পাক
সাংবিধানিক স্বীকৃতি।
জীবনের রূপ রস গন্ধ শেষ হয়ে এলে
মানুষ নির্ভয়ে আলিঙ্গন করুক
সেই মহাসত্য, মহা মৃত্যুকে,
নিঃশঙ্ক চিত্তে গেয়ে উঠুক শেষগান—
বধূর বেশে
এসো মধুর মরণ
এসো মধুর মরণ
এসো মধুর মরণ।।

কার্বাইড শিশু

বুম্বা বলে মুখটা অমন
ব্যাজার কেন বুবাই?
বুবাই বলে দাঁড়ারে ভাই
ব্যাগটা আগে নামাই;
বাপরে বাপ, ব্যাগ নয়তো
কুলি মুটের বোঝা,
শির দাঁড়াটা বেঁকেই গেছে
আর হবে না সোজা।

সকাল থেকে শোবার আগে
কেবল হুকুন তামিল,
সবার মেজাজ রাখতে গিয়ে
বেজায় হলুম কাহিল।

বাবা বলেন হতে হবে
ক্লাসের সবার সেরা,
গলাটা কেন হয়না মিঠে?
মাম্মী করেন জেরা।
কাকু বলেন, ওরে বুবাই
আর কটা ডন দেনা,
জানিস্ নাকো জীবন যুদ্ধে
আসল হল শরীর খানা।

অবাক হয়ে বলেন মাসী
কপালে দিয়ে হাত,
আরে এটা কী এঁকেছিস।
নেইতো ছিরি ছাঁদ।
সবার খুশীর উৎস আমি
সবার ইচ্ছে নদী;

মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে
বুক ভাসিয়ে কাঁদি।
থাকত যদি ছোট্ট দুটি
রং বেরং এর পাখনা;
নীল আকাশে উড়ে যেতাম
ভুলে সকল ভাবনা।